অপর মামলা নং-২৬/২০১৫

মূল দেওয়ানী-১৩৫/১৯৮৫

Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

মঙ্গলবার the ৩০ day of মে , ২০২৩

Other Suit No. ২৬/ ২০১৫

ছালামত উল্লাহ মরনে তৎ ও অন্যান্য Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

ছাবের আহামদ মরনে তৎ ওয়ারীশ ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ০২/০৯/৯৮ ইং, ১৪/০৯/৯৮ ইং; ১০/৩/৯৯ ইং; ২৪/০৮/২০০৪ ইং; ১৮/০৯/২০০৪ ইং; ২৭/০৮/২০০৫ ইং; ২৯/০১/২০০৬ ইং; ২৩/০৩/২০০৬ ইং; ২৬/১১/২০০৯ ইং; ০১/০৩/২০১১ ইং; ২৭/০৭/২০১১ ইং; ১২/০২/২০১২ ইং; ২২/০৫/২০১৪ ইং; ২৮/১০/১৪ ইং১২/০৪/২০১৫ ইং; ২২/০৪/২০১৫ ইং১৭/০৮/২০১৫ ইং ও ২৫/০১/২০২৩ ইং।

In presence of

জনাব জয়রাম দে Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব কাজী জসীম উদ্দীন ও
জনাব রাজেন দত্ত Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্থে দখল স্থিরতর ও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা। বিগত ০১/১০/১৯৮৫ ইং তারিখে পটিয়া সব-জজ আদালত চট্টগ্রামে অত্র মামলাটি দায়ের হলে উহা দেওয়ানী মামলা নং ১৩৫/১৯৮৫ নম্বর মামলা হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়। পরবর্তীতে মামলাটি সিনিয়র সহকারী জজ, ১ম আদালত, পটিয়া চট্টগ্রামে বদলী হয়ে ০৩/১৯৯১ নং নম্বর ধারন করে। অতপর

অপর মামলা নং-২৬/২০১৫

মূল দেওয়ানী-১৩৫/১৯৮৫

মাননীয় জেলা জজ, চট্টগ্রাম মহোদয়ের বিগত ০৩/০২/২০১৫ ইং তারিখের ৫৯ নং আদেশ মূলে উক্ত মামলাটি অত্রাদালতে বদলী করা হয় যা **অপর ২৬/২০১৫** নম্বর মামলা হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

১নং তপশীলোক্ত নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন (ক) অজি উল্যা, (খ) হাকিম উল্যা, (গ) দবির উল্যা, (ঘ) রাকের উল্যা, (ঙ) ছৈয়দ বারী প্রঃ উল্যা, (চ) মখলেছুর রহমান গং। অজি উল্লা এক পুত্র সিরাজুল হক , হাকিম উল্যা দুই পুত্র ছৈয়দুল হক ও সাদত উল্যা, দবির উল্যা এক পুত্র আনোয়ার উল্য, রাকের উল্যা দুই পুত্র আবদুল হাই ও আবদুল হক এবং ছৈয়দ বারী উল্লা এক পুত্র এজাহারুল হক কে ওয়ারিশ রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন। তৎ মতে সি. এস. খতিয়ান চূড়ান্ত প্রচার আছে। সি. এস. খতিয়ানে নালিশী ১/২নং তপশীলোক্ত জমি ব্যতীত অবিরোধীয় ভূমি বাদীগণের পূর্ববর্তীর স্বত্ব দখলীয় জমি হয়। সি. এস. ৫৩৮৪ এবং ৫৩৮৫ দাগাদির ভূমি আর. এস. জরীপে শুদ্ধরুপে রেকর্ড হয়।

২নং তপশীলোক্ত ভূমির মালিক ছিল অজি উল্যা গং সহ মিন্নত উল্লা। তৎ মতে সি. এস. খতিয়ান হয়। আর. এস. খতিয়ানে উক্ত সিরাজুল হক, ছৈয়দুল হক, সাদত উল্লা, আবদুল হাই, আবদুল হক, দবির উল্যা পুত্র আনোয়ার উল্লা ও মিন্নত আলীর স্ত্রী নাম শুদ্ধরূপে প্রচারিত হলেও **রমনী মোহন, শৈলবালা পাল, ব্রজেন্দ্র কুমার, ওবেদুর রহমান, অহিদা খাতুন, বজলর রহমান গং** দের নাম অশুদ্ধরূপে আর. এস. খতিয়ানে লিপি হইয়াছে। রমনী মোহন গং সি. এস. খতিয়ান মতে ২নং তপশীলোক্ত জমিতে কোন স্বত্ব স্বার্থ অর্জন করেননি। সিরাজুল হক ১-১৫ নং ও ৪৯ বাদী এবং আনোয়ার উল্যা ও দবির উল্যা ১৬-২৯ নং বাদীগণ কে ওয়ারীশ রেখে যান। আবার ৩০-৩৪ নং বাদীগন সাদত উল্যার; ৩৫-৩৯ নং বাদীগণ ছৈয়দল হকের; ৪০-৪৪ নং বাদীগণ আবদুল হকের এবং ৪৫-৪৮ নং বাদীগণ মখলেছুর রহমানের ওয়ারিশ হন। ১৫ নং বাদী পাতলা খাতুন মরনে ১০-১৪ নং বাদী ও ৪৯ নং বাদী ওয়ারীশ থাকে। বাদীগণ ওয়ারীশ সূত্রে ২(ক) বন্দের জমিতে পূর্ববর্তী ক্রমে ভোগদখলকার হন।

আর. এস. রেকর্ডী ব্রজেন্দ্র মোহন পাল সি এস খতিয়ানের মালিক হতে তফসিলের ভূমি খরিদ করায় তার নামে আর এস জরিপ হয়। উক্ত বজেন্দ্র মোহন পাল হইতে আর. এস. ৫৩৭০ দাগে ১১ শতক ভূমি ১১/১/৭৩ ইং তারিখের কবলা মুলে ৪৩ নং বাদী নুরুল কবির খরিদ করেন। আর. এস. রেকর্ডি রমনী মোহন পালের পুত্রগণ হইতে ১৬/৬/৭৩ ইং তারিখের কবলা মূলে আর. এস. ৫৩৭০ নং দাগে আন্দরে ৫ শতক ভূমি বাদী ছালামত উল্যা খরিদ করেন নাই। উক্ত ফেরবী কবলার দ্বারা ৫ নং বাদী কোন স্বত্ব অর্জন করেন নাই। নালিশী ২(ক) বন্দের জমিতে রমনী মোহন গং ওয়ারীশসূত্রে বা কোন কার্যকরী দলিল মূলে কখনও স্বত্ব দখল অর্জন করেন নাই। বিবাদীগণ ভুল বি. এস. খতিয়ানের অনুবলে নালিশী জমির স্বত্ব দাবী করিতেছি এবং পরস্পর যোগসাজশে কতেক পণশুন্য ফেরবী দলিল সৃজনের বিষয় প্রকাশ পাইতেছে। বিবাদীগণ বিগত ০১/০৯/১৯৮৫ ইং তারিখে নালিশী জমি হতে বাদীগণ কে বেদখল করিবে মর্মে হুমকি প্রদর্শন করায় বাদীপক্ষ অত্র মামলা দায়ের করেন।

অন্যদিকে ১৯(ক)/ ২০(ক)/ ২১(ক)/ ২২ (ক) নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে

১ নং তপশীলোক্ত সি এস রেকর্ডীয় মূল মালিক ছিলেন রাকেবুল্লাহ গং ৬ জন। সি. এস. রেকর্ডি রাকুেবল্লাহ মরণে তৎ স্বত্ব ০২ পুত্র আব্দুল হাই ও আবদুল হক প্রাপ্ত হয়। তাদের নামে আর. এস. খতিয়ান হয়। আবদুল হাই মরণে ৪ পুত্র ১৯-২২ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। ১৯নং বিবাদী আবদুল আজিম মরণে তৎ পুত্র ১৯(ক) নং বিবাদীসহ অপর ভ্রাতা ভগ্নি, ২০ নং বিবাদী আবদুল আলিম মরনে তৎ স্বত্ব ২০(ক) নং বিবাদীসহ অপর ভ্রাতা ভগ্নি, ২১ নং বিবাদী আবদুর রাজ্জাক মরণে তৎ স্বত্ব পুত্র ২১(ক) নং বিবাদী সহ অপর ভ্রাতা ভগ্নি, ২২ নং বিবাদী আবদুর রাজ্জাক মরণে তৎ স্বত্ব তৎ পুত্র ২২(ক) নং বিবাদী সহ তৎ ভ্রাতা অগ্নিগণ প্রাপ্ত হয়।

২ নং তপশীলের ভূমির মূল মালিক ছিলেন রাকেবুল্লাহ গং ৬জন সহ মিন্নত আলী। তৎ মতে সি. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত আছে। রাকেবুল্লাহ মরণে তৎ স্বত্ব ২ পুত্র আবদুল হাই ও আবদুল হক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভুলক্রমে উক্ত রাকেবুল্লা গং এর ওয়ারিশদের নামে আর. এস. খতিয়ান না হয়ে জনৈক রমনী মোহন গং এর নামে হয়। আর. এস. খতিয়ান ভুল লিপি হলেও দ্বারা রাকেবুল্লাহ গং এর ওয়ারিশ আব্দুল হাই গং এর নালিশী ভূমিতে স্বত্ব স্বার্থে বিঘ্ন সৃজন হয়নি। অত্র বিবাদীগণের পূর্ববর্তী সহ বাদীগণ সম্মিলিতভাবে মূল মোকদ্দমা দায়ের করলেও পরবর্তীতে ২/৫/২০০৪ ইং তারিখে অত্র বিবাদীগণের পূর্ববর্তীগণকে ১৯-২২ নং বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ১৯-২২ নং বিবাদীগণ কিংবা তৎ ওয়ারিশ এই বিবাদীগণ বাদীগণের সহিত যৌথভাবে নালিশী ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার নিয়ত আছেন। নালিশী ভূমিতে বাদীগণ ও অত্র বিবাদীগণ সহ তাদের অপর ভ্রাতা ভগ্নিগণের যৌথ স্বত্ব বিদ্যমান থাকায় তৎ মতে অত্র মোকদ্দমায় রায়/ডিক্রি প্রচার হওয়া আবশ্যক।

অন্যদিকে ১/২/৩ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে

বিরোধীয় ভূমি সংক্রান্ত আর. এস. জরিপ প্রকৃত মালিক দখলদারদের নামে শুদ্ধরুপে জরিপ হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বাদীর কথিত মালিক দখলকারগণ কোন দিন আপত্তি উত্থাপন করেননি। উক্ত আর. এস. রেকর্ডী ও তৎ ওয়ারিশান বিভিন্ন কবলা মুলে বিরোধীয় ভূমি বিবাদীর নিকট হস্তান্তর করিয়াছেন। এভাবে খরিদা স্বত্বাংশীয় ভূমিতে এই বিবাদীগণ পূর্ববর্তী ক্রমে বিরুদ্ধ দখল জনিত উৎকৃষ্টতর তমাদি স্বত্ব অর্জন করিয়াছে। অধিকন্তু বাদীর আর্জির রেকর্ডী রমনীপালের পুত্রগণ হইতে ১ নং বাদী ছালামত উল্লা তাহাদের পৈত্রিক স্বত্ব দখল স্বীকারে আর. এস. খতিয়ান মতে বিরোধীয় ৫৩৭০ দাগের ০৫ শতক ভূমি ১৬/৬/৭৩ ইং তারিখের কবলা মুলে খরিদ করিয়া দখলকার আছে। অনুরূপ ভাবে আর. এস. রেকর্ডী ব্রজেন্দ্র মোহন পাল হইতে আর. এস. খতিয়ান শুদ্ধ স্বীকারে এবং তৎ মতে ৪৩ নং বাদী নুরুল কবির বিগত ১/০১/৭৩

অপর মামলা নং-২৬/২০১৫

মূল দেওয়ানী-১৩৫/১৯৮৫

ইং তারিখের কবলা মুলে বিরোধীয় ৫৩৭০ দাগের ১১ শতক ভূমি খরিদ ক্রমে দখলকার আছে। বিরোধীয় আর. এস. ৫৩৭০ দাগের আর. এস. লিপি মতে মালিক বজলুল রহমান ২৪/৮/৪৫ ইং তারিখের কবলা মুলে তৎ স্বত্বাংশীয় ১১ শতক ভূমি আশরাফ আলী নামক ব্যক্তির নিকট বৈধ প্রয়োজনে কবলা মুলে বিক্রয় করে এবং আশরাফ আলী তৎ মতে দখলকার থাকাবস্থায় তাহার উক্ত খরিদা স্বত্বাংশে ১২/১/৬৬ ইং তারিখের কবলা মুলে অধীন ১/৩ নং বিবাদীর নিকট উক্ত ১১ শতক ভূমি বিক্রয় পূর্বক দখল হস্তান্তর করেন। উক্ত বায়া আশরাফ আলীর নামে পি. এস. খতিয়ানে চুড়ান্ত প্রচার আছে। আর. এস. খতিয়ানে বর্ণিত ওবেদর রহমান ও তৎ স্ত্রী আছিয়া খাতুনের স্বত্বাংশে জরিয়া খাতুন ও ছৈয়দা খাতুন প্রাপ্ত হন। জরিয়া খাতুন মরণে তৎ স্বত্বাংশ তৎ কন্যা মোস্তফা খাতুন ও স্বামী বাঁচা মিয়া প্রাপ্ত হয়। উক্ত ওবেদর রহমান ও তৎ স্ত্রী মহিলা খাতুনের নামে পি. এস. জরিপ চুড়ান্ত প্রচার আছে। উক্ত মোস্তফা খাতুন তাহার ওয়ারিশী স্বত্বাংশীয় ৫৩৭০ দাগের আং ৩৬ শতক ভূমি ১৮/২/৭৪ ইং তারিখের তিন কেতা কবলা মূলে অধীন ১নং বিবাদীর নিকট বিক্রয় করিয়া দখল হস্তান্তর করে এবং তৎ মতে তথায় অধীন ১নং বিবাদী খরিদা সূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার আছি। ছৈয়দা খাতুন মরণে তৎ স্বত্বাংশ পুত্র মোহাম্মদ নবী প্রাপ্ত হওয়া দখলকার থাকাবস্থায় আর. এস. ৫৩৭০ দাগের আং ১৮ গন্ডা ভূমি ২৩/৪/৭৪ ইং তারিখের অধীন ১/২ নং বিবাদীর নিকট বিক্রয় করিয়া দখল হস্তান্তর করে এবং তৎ মতে তথায় বায়ার আমল দখল মতে দখলকার আছে। আর. এস. খতিয়ানে বর্ণিত মালিক দখলকার রমনী মোহন পাল এর পুত্র সুললিত, প্রিয়তোষ, বাবুল ও পরিমালের নিকট হইতে ১৬/৬/৭৩ ইং তারিখের কবলা মুলে নালিশী ৫৩৭০ দাগে ০৫ শতক ভূমি বাদশা মিয়া নামক ব্যক্তি খরিদ করে। উহা অধীন ১নং বিবাদী সাতকানিয়া ১ম মুন্সেফী আদালতে ১৯৭৩ ইং সনের মিচ ২১৭ নং অগ্রক্রয়ের মামলা দায়ের পূর্বক ২৭/২/৭৬ ইং তারিখের ডিক্রি মুলে অগ্রক্রয়ের সূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার আছি। আর. এস. খতিয়ানে বর্ণিত আন্নর উল্লাহ দুই পুত্র হাবিবুল্লাহ ও আমান উল্লাকে বিরোধীয় ভূমিতে ওয়ারিশ রখিয়া মরণে তাহারা স্বত্ববান ও দখলকার থাকাবস্থায় বৈধ প্রয়োজনে ২৫/১০/৫০ ইং তারিখের কবলা মুলে বিরোধীয় ৫৩৭০ দাগে আং ৩ শতক অধিরোধীয় অপর ভূমি সহ ১নং বিবাদীর নিকট বিক্রয় করিয়া দখল হস্তান্তর করে। এভাবে অত্র বিবাদীগণ খরিদা সুত্রে বিরোধীয় আর. এস. ৫৩৭০ দাগের পুনী ভূমিতে সর্ব সাকুল্যে ৯৬ শতকে স্বত্ববান ও অপরাপর শরিকানের সহিত জলীয়াংশে এজমালে ও পাড়াংশে চিহ্নিত মতে দখলকার আছেন। বাদীগণের উক্ত পুকুরে কোন অংশে কোন প্রকার স্বত্ব কিংবা দখল নাই। অত্র বিবাদীগণ বিরোধীয় আর. এস. ৪৩৭০ দাগের পুনী ভূমি এবং তৎ সংলগ্ন অবিরোধীয় আর. এস. $\frac{৫৩৬৮}{ন-৫২}$ দাগের পাড় ভূমি পুনীর জলীয়াংশে মৎস্যাদি জিয়ান শিকারে ও পাড় ভূমিতে বৃক্ষাদি রোপনে ছেদনে ভোগ দখলকার হন। বিরোধীয় পুনীর উত্তর ও পশ্চিম পাড়াংশে বিবাদীগণের পারিবারিক কবরস্থান ও নামাজ স্থান এবং দক্ষিণ পাড়ে মাজার শরীফ স্থিত আছে।

নালিশী আর. এস. $\frac{৫৩৬৮}{ন-৫২}$ দাগের নাল ভুমিতে বিবাদীগণ ধানচাষে ধারাবাহিক ভাবে দখল করিয়া আসিতেছি। বিগত বি. এস. জরিপে বাদীর আর্জিতে স্বীকৃত মতে বিরোধীয় ভূমিতে বাদীগণের দখল না

থাকায় অধীন বিবাদীগণের নামে বর্ণিত মতে স্বত্বাংশে বি. এস. জরিপ যথাক্রমে ২৯৯/ ৩০১/ ৩০২/ ১১৮০ নং আপত্তি মুলে দোতরফা শুনানীতে বিবাদীগণের নামে বি. এস. রেকর্ড চুড়ান্ত প্রচার হয়। এই বিবাদীগণের বসত বাড়ী বিরোধীয় ৫৩৭০ দাগের পুকুরের সংলগ্ন পক্ষান্তরে বাদীগণের বাড়ী উক্ত বিরোধীয় পুনী ও উহার পাড় অবিরোধীয় $\frac{৫৩৬৮}{ন-৫২}$ হইতে বহুদুরে স্থিত বটে। বাদীপক্ষের মামলা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হওয়ায় খরচাসহ খারিজযোগ্য।

৩/৫/৮৭ ইং তারিখের আর্জি সংশোধনের প্রেক্ষিতে অত্র বিবাদীগণ অতিরিক্ত বর্ননা প্রদান করেন। উক্ত বর্ননার মূল বক্তব্য এই বাদীগণ আর্জির ১ম দফায় মনগড়া ভাবে সি. এস. খতিয়ানের সহিত সামঞ্জস্যবিহীন কতিপয় ব্যক্তিকে ১নং তপশীলের ভূমির মালিক হিসাবে লিপি করিয়াছে। তদুপরি সংশোধিত আর্জির ১নং তপশীলের ভূমি পরিমিত হইয়া সি. এস. জরিপ চুড়ান্ত প্রচার আছে। অধিকন্তু উক্ত সি. এস. খতিয়ানের ১০নং কলামে ঐ দাগের ভূমিতে খতিয়ানে লিপিকৃত রায়তগণের দখলী স্বত্ব না থাকা দৃষ্টে সুস্পষ্ট ভাবে লিপি আছে। ইহাতে সুস্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে বাদীর বর্ণিত মতে সি. এস. ৮৯২১ দাগের ভূমি ও আর্জির ১নং তপশীলে বর্ণিত আর. এস. $\frac{৫৩৬৮}{ন-৫২}$ দাগের পুকুর পাড় ভূমি পরস্পর এক বা Identical নহে। অনুরূপ ভাবে বাদীর আর্জির ২ দফায় বর্ণিত মতে নালিশী ২নং তপশীল সংলগ্ন সি. এস. ২৩৭ নং খতিয়ানে দবির উল্যা, রাকের উল্যা, ছৈয়দ হারি প্রকাশ উল্যা নামক কোন ব্যক্তির নাল লিপি নাই। পক্ষান্তরে উক্ত খতিয়ানে উল্লেখিত বাচরক উল্যা, একরাম উল্যা, আবদুল মজেদ, ব্যক্তিগণের নাম বাদী লিপি করে নাই। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, বাদী আর. এস. খতিয়ানের লিপি ভুল দাবী করিয়া সি. এস. এর উপর নির্ভরশীল হইয়া মামলা দায়ের করিলে ও বস্তুতঃ বাদীর আর্জি সি. এস. রেকর্ডের সহিত সংগতি ও সামঞ্জস্য বিহীন এবং মনগড়া ও ভিত্তিহীন বটে। আর্জি সংশোধনের দরখাস্তে, বিরোধীয় পুনি ভূমিতে আর. এস. রেকর্ডী ব্রজেন্দ্র পালের স্বত্বাংশ স্বীকারে ৪৩ নং বাদী নুরুল কবির খরিদ করার বিষয় স্বীকার করার পর বাদীর অবস্থান স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তিত হওয়া বাঞ্চনীয় ও আইনগতঃ সাব্যস্থ হওয়ার যোগ্য। কিন্তু বাদীর আর্জি তদ্বিষয়ের স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অপরিবর্তিত থাকায় বাদীর মামলা আইনতঃ অরক্ষণীয় বটে। আর্জি সংশোধনের দরখাস্তে আর. এস. রেকর্ডি রমনী মোহন পালের ওয়ারিশী হইতে ০১নং বাদী ছালামত উল্যা খরিদ সূত্রে .০৫ শতক ভূমি প্রাপ্ত হওয়ায় বিষয় অস্বীকার করিলে ও বি. এস. খতিয়ান দৃষ্টে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, উক্ত মতে খরিদা সূত্রে প্রাপ্তীয় অনুবলে ও অধিকারে বি. এস. খতিয়ানে ১নং বাদীর স্বত্বাংশ মৌরশী সূত্রে প্রাপ্ত তাহার অপর তিন ভ্রাতার স্বত্বাংশ হইতে তুলনা মূলক ভাবে অধিক পরিমাণে লিপি হইয়া বি. এস. খতিয়ান প্রচার হইয়াছে। বাদী আর্জি সংশোধন ক্রমে বিরোধীয় ভূমির পরিমাণ পি. এস. মতে ৬ কানি ৪১ ডেসিমেলে স্থলে ৭.৩৪ ডেসিমেল করিয়াছে এবং উহার করসপন্ডিং রূপে প্রদর্শিত আর. এস. দাগাদি মতে বিরোধীয় ভূমির পরিমাণ ২.৫৭ শতক বা ৬ কানি .৪১ ডেসিমেল (।√৮।। কড়া) লিপি করিয়াছে এবং তদ্বারা আর. এস. তপশীলের উল্লেখিত আর. এস. দাগাদির সহিত পি. এস. দাগাদির ভূমি না হওয়া পরোক্ষ ভাবে স্বীকার করিয়াছে এবং পি. এস. মতে বিরোধীয় ভূমির পরিমাণ বাড়াইয়া ও মামলার

সংখ্যা ও অপরিবর্তিত রাখিয়া বিশেষতঃ তদ্রুপ বর্ণিত সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত কোর্ট ফিঃ সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করিয়া সরকারের নার্য্য প্রাপ্য ও আদালতকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিয়াছে। তদহেতু মোকদ্দমা যথাযথ মূল্যায়ন এবং উপযুক্ত কোর্ট ফিঃ প্রদান না করার জন্য বাদীর মামলা সরাসরি খারিজ যোগ্য বটে।

অন্যদিকে ১৯(খ)/২০(গ) বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

নালিশী ভূমিতে সি. এস. অনুসারে রাগব উল্লাহ ও আহামদ উল্লাহ্ এই দুই জনের (তিন কানি বার গন্ডা দুই কড়া) ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার হন। বিগত আর. এস. ও বি. এস. জরীপে রাগব উল্লাহ ও আহামদ উল্লাহর ওয়ারিশের নামে অংশ পরিমাণ জরিপ না হইয়া অশুদ্ধ ভাবে কম হইয়াছে। উক্ত মতে জরীপ কম হইলেও এই বিবাদীগণের ভোগদখলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি। আর. এস. ও বি. এস. খতিয়ান অশুদ্ধ হয়। নালিশী পুকুরের পশ্চিম পাড়ে এই বিবাদীর পূর্ববর্তী আমলের কবরস্থান আছে। পূর্বপাড়ে এই বিবাদীগণের প্রতিষ্টিত ফোরকানিয়া মাদ্রাসা আছে। গাছপালা স্থিত আছে। পুকুরের পূর্ব পার্শ্বে ১৮ গন্ডা নাল জমি এই বিবাদীর স্বত্ব দখলে আছে। কিছু অংশে মাছ ধরার ছোট খাই আছে। নালিশী ভূমিতে ৩৫ নং বাদীর কোন স্বত্ব দখল নাই, ১২নং বাদী ছৈয়দুল বশরের কোন স্বত্ব নাই। নালিশী ভূমিতে স্বত্ব দাবী করিয়া গোলযোগ করার জন্য মোকদ্দমায় বাদী হইয়াছে। বি. এস. খতিয়ান তাহার নামে আসা অশুদ্ধ হয়। বাদীর আর্জির ১-৮ নং দফার উক্তি সত্য নয়। বর্ণিত মতে সি. এস. খতিয়ানের মালিকদের দখল না থাকা কি নালিশী ভূমির মূল্য ৫৬,০০০/- টাকা হওয়া নালিশী ভূমিতে এই বিবাদীর দখল না থাকা কি এই বিবাদী খরচ না দেয়ায় বিবাদী করা বাদীর কথিত মতে দখলে থাকা সকল বাদী আমমোক্তার দেওয়া কি মোকদ্দমা পরিচালনা করিতে অনিহা প্রকাশ করা ইত্যাদি উক্তি একেবারে মিথ্যা হয়। বাদীর মোকদ্দমা জেরবারী খরচ সহ খারিজ করা আবশ্যক।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মামলা সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?

৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের স্বত্ব স্বার্থ ও নিরুঙ্কুশ দখল আছে কি না ?

৬) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

অপর মামলা নং-২৬/২০১৫

মূল দেওয়ানী-১৩৫/১৯৮৫

উপস্থাপিত সাক্ষ্য

মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০১ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ একরামুল হক (P.W.1)। অন্যদিকে, ১/২/৩ নং বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ ছাবের আহম্মদ (D.W.1), মীর আহম্মদ (D.W.2)। অপরদিকে ১৯(ক)/ ২০(ক)/ ২১(ক)/ ২২ (ক) নং বিবাদী পক্ষে ০১ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যথা সৈয়দ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর (D.W.3)।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। সি. এস. খতিয়ান	প্রদর্শনী ১ সিরিজ
২। আর. এস. খতিয়ান	প্রদর্শনী ২ সিরিজ
৩। খাজনা দাখিলা	প্রদর্শনী ৩ সিরিজ
৪। পি. এস. খতিয়ান	প্রদর্শনী ৪
৫। বি. এস. খতিয়ান	প্রদর্শনী ৫
৬। সার্ভে রিপোর্ট	প্রদর্শনী ৬

বিবাদীপক্ষের সাক্ষী D.W.1 জবানবন্দিকালে নিম্নবর্নিত দলিলাদি দাখিল করেন যা প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত হয়।

১। আমিরাবাদ মৌজার আর. এস. ৩৩৪৯ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ক
২। পি. এস. ২৭৪৯, ৩৪৭৮ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী খ সিরিজ
৩। বি.এস. ৮৭০/১২৩০/১৪৩১,/১৯৭১/১৯৮৭ নং খতিয়ানের আসল	প্রদর্শনী গ সিরিজ
৪। ডি. পি. ৮৭০, ১২৩০, ১৪৩১, ১৯৭১, ১৯৮৭ নং খতিয়ানের কপি	প্রদর্শনী-ঘ সিরিজ
৫। আপত্তি কেস নং ২৯৯,৩০১,৩০২,১১৮০ এর আদেশের সি. সি.	প্রদর্শনী-ঙ সিরিজ
৬। গত ১১/১/৭৩ ইংরেজীর রেজিষ্ট্রিকৃত ২৪২ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-চ
৭। গত ১৪/০৮/৪৫ ইংরেজীর ৪৭২৫ নং বিক্রি কবলার আসল	প্রদর্শনী-ছ
৮। গত ১২/১/৬৬ ইংরেজীর ১৪৫ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী-জ
৯। ১৮/২/৭৪ ইং তারিখের ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬ নং কবলার আসল।	প্রদর্শনী-ঝ সিরিজ
১০। গত ২৩/৪/৭৪ ইংরেজী ৯১৩ নং রেজিষ্ট্রিযুক্ত কবলার আসল	প্রদর্শনী-ঞ
১১। মিচ অগ্রক্রয় ২১৭/৭৩ নং মামলার ১ম মুন্সেফী আদালত সাতকানিয়ার কর্তৃক প্রচারিত আদেশ / ০১নং প্রতিপক্ষের টাকা উঠানোর ১৩/৮/৭৬ ইংরেজী আদেশের সি. সি. ও দরখাস্তের সি. সি.	প্রদর্শনী-ট সিরিজ

অপর মামলা নং-২৬/২০১৫

মূল দেওয়ানী-১৩৫/১৯৮৫

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নং-১-৩ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো।

আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, আরজি বর্নিত ২(ক) তফসিলোক্ত ভূমিতে বাদীগণ স্বত্ববান ও দখলকার নিয়ত আছেন। অপরদিকে বিবাদীগণ ভুল বি এস খতিয়ানের সুযোগে এবং কতিপয় ফেরবী দলিল সৃজন করিয়া নালিশী সম্পত্তিতে তাদের স্বত্ব দাবি করিতেছে। গত ০১/০৯/১৯৮৫ ইং তারিখে বিবাদীগণ তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি থেকে বাদীগণ কে বেদখলের হুমকি প্রদান করেন। প্রতীয়মান হয় যে বিগত ০১/০৯/১৯৮৫ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ০১/১০/১৯৮৫ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ঃ

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব ও নিরুঙ্কুশ দখল আছে কি না ?"

অপর মামলা নং-২৬/২০১৫

মূল দেওয়ানী-১৩৫/১৯৮৫

আরজি পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদীপক্ষের দাবিকৃত নালিশী সম্পত্তির পরিমান ২.৫৭ একর বা (৬ কানি ৮ গন্ডা দুই কড়া) যাহা সি এস ৫৩৭০/৫৩৬৯/৮৯৮১/৫৩৬৮ দাগাদির ৭.৩৪ একর আন্দরে আর এস ৩৩৪৯ নং খতিয়ানের $\frac{৫৩৬৮}{ন৫১}$ /৫৩৬৮/৫৩৭০ দাগাদি তৎ সামিল বি এস ১৯৭১/ ১২৩০/ ৩৯৬৫/ ২৫৩৭/ ২৪৯০/ ২১৯১/১৯৮৭/১৯৭১/১৪৩১/১০১৯/৮৭০/৭২১/১২৩০ নং খতিয়ানের বি এস ৩৫৮৮/৩৫৮৯/৩৬২৪ দাগাদি অন্তর্ভূক্ত হয়।

বাদীপক্ষ কৃর্তক দাখিলকৃত সি এস খতিয়ান [প্রদর্শনী-১] পর্যালোচনায় দেখা যায় সি এস ৫৩৬৮, ৫৩৬৯, ৫৩৭০, ৫৩৭৪ ও ৫৩৮৪ দাগে ৬ কানি ৫৩ শতকে মালিক ছিল (ক) অজি উল্যা, (খ) হাকিম উল্যা, (গ) দবির উল্যা, (ঘ) রাকের উল্যা, (ঙ) ছৈয়দ বারী প্রঃ উল্যা, (চ) মখলেছুর রহমান গং। আবার সি এস খতিয়ান [প্রদর্শনী-১(ক)] হতে দেখা যায় $\frac{৫৩৬৯}{৮৯৮১}$ দাগে ২ কানি ৫ শতক সম্পত্তির মলিক ছিল দবীর উল্লাহ ও অজি উল্লাহ গং। বাদীপক্ষের দাবিমতে অজি উল্লাহ মরনে ০১ পুত্র-সিরাজুল হক, হাকিম উল্লাহ ২ পুত্র ছৈয়দুল হক ও সাদত উল্লাহ দবির উল্লাহ ২১ পুত্র আনোয়ার উল্লাহ, রাকের উল্লাহ ০২ পুত্র আবদুল হাই ও আবদুল হক ছৈয়দ বারী উল্লাহ ১ পুত্র এজহারুল হক কে ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে।

বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় নালিশী আর এস ৩৩৪৯ নং খতিয়ানের সি.সি [প্রদর্শনী-ক] হতে দেখা যায় দখল মন্তব্য দৃষ্টে আর এস $\frac{৫৩৬৮}{ন৫১}$ দাগে ১৫ শতকে মালিক ছিল ওবেদের রহমান ও সহিদা খাতুন, আর এস ৫৩৬৮ দাগে ১৭ শতকে মালিক ছিল সিরাজুল হক, ছৈয়দুল হক ও সাদত উল্লাহ গং এবং আর এস ৫৩৭০ দাগে ২২৫ শতকে মালিক ছিল রমনী মোহন ও অন্য একজন ।

বাদীপক্ষের দাবি হলো উক্ত আর এস ৩৩৪৯ খতিয়ানে রমনী মোহন গং অর্থাত রমনী মোহন, শৈলবালা পাল, ব্রজেন্দ্র কুমার গং এবং ওবেদুর রহমান, অহিদা খাতুন ও বজলের রহমান এর নাম অশুদ্ধরুপে লিপি হয়েছে। তার কারন উক্ত খতিয়ান সম্পত্তির সি এস খতিয়ানে (২ নং তফসিল বর্নিত) রমনী মোহন গং মালিক স্বত্ববান ছিলেন না।

বাদীপক্ষের দাবিমতে সিরাজুল হক ১-১৫ নং ও ৪৯ বাদী এবং আনোয়ার উল্যা ১৬-২৯ নং বাদীগণ, ছাদত উল্যা ৩০-৩৪ নং বাদীগন, ছৈয়দল হক ৩৫-৩৯ নং বাদীগণ, আবদুল হক ৪০-৪৪ নং বাদীগণ এবং মখলেছুর রহমান ৪৫-৪৮ নং বাদীগণ ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। আবার ১৫ নং বাদী পাতলা খাতুন মরনে ১০-১৪ নং বাদী ও ৪৯ নং বাদী ওয়ারীশ থাকে। [প্রদর্শনী-২(ক)] হতে দেখা যায় , আর এস ৩৩৪৯ খতিয়ানে উক্ত বাদীগনের পূর্ববর্তীদের নামে ২ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তি সংক্রান্তে আর এস জরিপ শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয় মর্মে পাওয়া গিয়াছে। বাদীপক্ষ এভাবে আর এস রেকর্ডীগনের ওয়ারীশ হিসাবে ২(ক) তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন মর্মে দাবি করেছেন। বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্ত বি এস খতিয়ান উক্ত স্বত্ব দখল হীন রমনী মোহন গং দের নামে লিপি

হওয়া অশুদ্ধ দাবি করেছেন। ১৯-২২ নং বিবাদীগণ বাদীগনের স্বত্ব স্বীকারে যৌথভাবে নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলকার হন মর্মে দাবি করেন।

১-৩ নং বিবাদীপক্ষ তফসিলোক্ত নালিশী আর এস রেকর্ড শুদ্ধ মর্মে দাবি করেন। বাদীপক্ষ উক্ত আর এস খতিয়ান অশুদ্ধ দাবি করলেও উক্ত খতিয়ানের বিরুদ্ধে বাদীপক্ষের পূর্ববর্তীগণ কখনো কোন আপত্তি উত্থাপন করেছেন মর্মে পাওয়া যায়নি। বিবাদীপক্ষ উক্ত আর. এস. রেকর্ডী ও তৎ ওয়ারিশান হতে বিভিন্ন কবলা মুলে বিরোধীয় ভূমি প্রাপ্ত হবার দাবি করেছেন।

আর এস রেকর্ডী রমনী পালের পুত্রগণ হতে ১ নং বাদী ছালামত উল্লাহ নালিশী আর এস ৫৩৭০ দাগে ৫ শতক ভূমি খরিদের দাবি করলেও বিবাদীপক্ষ উক্ত দলিল দেখাতে পারেননি। কিন্তু বি এস জরিপে ছালামত উল্লাহর অংশ তার ভাইদেও তুলনায় বেশী হওয়ায় উক্ত খরিদের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। তবে প্রদর্শনী-চ হতে দেখা যায়, আর. এস. রেকর্ডী ব্রজেন্দ্র মোহন পাল হইতে আর. এস. খতিয়ান শুদ্ধ স্বীকারে ৪৩ নং বাদী নুরুল কবির বিগত ১/০১/৭৩ ইং তারিখের কবলা মুলে বিরোধীয় ৫৩৭০ দাগের ১১ শতক ভূমি খরিদ করেছেন। বাদীগনের উক্তরুপ খরিদ দ্বারা ইহা প্রমাণ করে যে আর এস রেকর্ডী রমনী মোহন ও বজেন্দ্রর নামে আর এস জরিপ শুদ্ধ ছিল।

প্রদর্শনী-ছ ও প্রদর্শনী-জ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী বজলুর রহমান ১৪/৮/৪৫ ইং তারিখের কবলা বিরোধীয় আর. এস. ৫৩৭০ দাগে ১১ শতক ভূমি আশরাফ আলীর নিকট এবং আশরাফ আলী উক্ত ভূমি ১২/১/৬৬ ইং তারিখে ১/৩ নং বিবাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-খ(১) হতে প্রতীয়মান হয় উক্ত বায়া আশরাফ আলীর নামে পি. এস. ৭৪৭৮ খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। এছাড়া আর এস রেকর্ডী ওবেদুর রহমান ও তৎ স্ত্রী অহিদা খাতুনের নামে পি এস খতিয়ান হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাদের ওয়ারীশ মোস্তফা খাতুন হতে তিন খানা কবলা প্রদর্শনী-ঝ, ঝ/১, ঝ/২ মূলে ২৮/০২/১৯৭৪ ইং তারিখে আর এস ৫৩৭০ দাগে ৩৬ শতক ভূমি ১ নং বিবাদী ছৈয়দ আহম্মদ খরিদ করেন। প্রদর্শনী-ঞ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় আর এস রেকর্ডী ওবেদুর রহমানের পরবর্তী ওয়ারীশ ছৈয়দা খাতুন মরণে তৎ স্বত্বাংশ পুত্র মোহাম্মদ নবী উক্ত দাগে ১৮ গন্ডা বা ৩৬ শতক ভূমি ২৩/৪/৭৪ ইং তারিখে ১/২ নং বিবাদীর নিকট বিক্রয় করিয়া দখল হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-ট(১) ও প্রদর্শনী-ট(২) পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে আর. এস. রেকর্ডীয় মালিক রমনী মোহন পাল এর পুত্রগণ হতে ১৬/৬/৭৩ ইং তারিখের কবলা মুলে নালিশী ৫৩৭০ দাগে ০৫ শতক ভূমি বাদশা মিয়া নামক ব্যক্তি খরিদ করে। উক্ত ভূমি ১নং বিবাদী সাতকানিয়া ১ম মুন্সেফী আদালতে ১৯৭৩ ইং সনের মিচ ২১৭ নং অগ্রক্রয়ের মামলা মূলে প্রাপ্ত হয়ে স্বত্ববান ও দখলকার হন। প্রদর্শনী-ঠ হতে প্রতীয়মন হয় আর. এস. রেকর্ডী আন্নর আলী @ আনোয়ার আলী দুই পুত্র হাবিবুল্লাহ ও আমান উল্লা হতে ২৫/১০/৫০ ইং তারিখে কবলামূলে বিরোধীয় ৫৩৭০ দাগে ৩ শতক ভূমি ১ নং বিবাদী খরিদ করেন। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় বিরোধীয় আর. এস. ৫৩৭০ দাগের পুনী ভূমিতে বিবাদীগণ খরিদসূত্রে সর্ব সাকুল্যে ৯১ শতকে স্বত্ববান ও অপরাপর শরিকানের সহিত জলীয়াংশে এজমালে ও পাড়াংশে চিহ্নিত মতে দখলকার আছেন।

বিবাদীপক্ষের দাবিমতে, নালিশী আর. এস. $\frac{৫৩৬৮}{ন-৫২}$ দাগের নাল ভুমিতে বিবাদীগণ ধানচাষে ধারাবাহিক ভাবে দখলে আছেন। বিবাদীপক্ষ বি. এস. জরিপে তাদের দখল দৃষ্টে উক্ত বিবাদীদের নামে রেকর্ড হলে ২৯৯/ ৩০১/ ৩০২/ ১১৮০ নং আপত্তি মুলে দোতরফা শুনানীতে বিবাদীগণের নামে বি. এস. রেকর্ড চুড়ান্ত প্রচার হবার দাবি করেন। দাখিলীয় বি এস খতিয়ান ৮৭০, ১২৩৩, ১৪৩১, ১৯৭১ ও ১৯৮৭ নং খতিয়ান [প্রদর্শনী- গ, গ(১)-গ(৪)] পর্যালোচনায় বিবাদীদের নামে বি এস জরিপ হবার সত্যতা প্রতীয়মান হয়।

উভয়পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা বাদীগন নালিশী ২(ক) তফসিলোক্ত ২.৫৭ একর বা (৬ কানি ৮ গন্ডা দুই কড়া) সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলকার দাবি করলেও বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় ১-৩ নং বিবাদীগণ নালিশী দাগাদি মধ্যে আর এস ৫৩৭০ দাগে ৯১ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন। বাদীপক্ষ আর এস রেকর্ডী রমনী মোহন গং দের নাম ভুলক্রমে আর এস খতিয়ানে লিপিবদ্ধ হবার দাবি করেছেন। এ সংক্রান্তে *Abdul Khaleque vs. Abdul Hakim, 14 BLD (AD) 117*.**মামলায় গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রনিধানযোগ্য। উক্ত মামলায় বলা হয়েছে "Records of rights prepared in surveys carry a presumption of correctness unless rebutted by credible evidence."** | একইভাবে *Abdul Karim vs. Anowar Hossain, 18 BLC (AD) 25 মামলায় সিদ্ধান্ত আছে যে* **"A party challenging a survey record must demonstrate cogent evidence of error or fraud."** অত্র মামলায় বাদীপক্ষ মৌখিকভাবে আর এস রেকর্ড ভুল দাবি করলেও উক্ত আর এস রেকর্ড প্রস্তুতি কালে বাদীপক্ষের পূর্ববর্তীগণ কোন আপত্তি উত্থাপন করেননি। বা তৎ পরবর্তীতে আর এস ভুল বা প্রতারনার আশ্রয়ে রেকর্ড করা হয়েছে মর্মে আইনের আশ্রয় গ্রহন করেননি। তাছাড়া ১/৪৩ নং বাদী কর্তৃক আর এস রেকর্ডীদের ওয়ারীশ হতে আর এস খতিয়ান শুদ্ধ স্বীকারে নালিশী দাগের সম্পত্তি খরিদের বিষয়টি আর এস রেকর্ড শুদ্ধতার ইঙ্গিত প্রদান করে। উপরুন্ত আর এস রেকর্ডীয়গণ ধারাবাহিকভাবে ভোগদখলকার ছিলেন এবং পরবর্তীতে পি এস ও বি এস খতিয়ানে তাদের ও পরবর্তীগনের নাম শুদ্ধরুপে রেকর্ড হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় আর এস খতিয়ান অশুদ্ধ হয়েছে বাদীপক্ষের এরুপ দাবি সঠিক নয় বলে আমি মনে করি।

আর এস পি এস ও বি এস খতিয়ানে বিবাদীগণ ও তৎ বায়ার নামে ধারাবাহিক রেকর্ড তফসিলোক্ত নালিশী দাগে বিবাদীদের দখল বিষয়ে ইতিবাচক ধারনা দেয়। The defendants' continuous possession of the disputed land and their legitimate acquisition through sale deeds are supported by credible evidence. The Apex Court in *Abdul Gafur vs. Md. Shamsul Haque, 20 DLR (AD) 75* emphasized that "long possession supported by valid title documents outweighs mere claims of inheritance without proof of possession."

সার্বিক বিবেচনায় নালিশী দাগে বাদীগণ ২.৫৭ একর জমি দাবি করলেও উক্ত দাগে বিবাদীগণ ৯১ শতক ভূমিতে স্বত্ববান মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীগণ মৌরশী সূত্রে নালিশী দাগাদিতে স্বত্ববান হওয়ায় এবং উক্ত দাগাদি আন্দরে বিবাদীগণও খরিদসূত্রে সহ-শরীকদার হওয়ায় বাদীগণকে স্বত্ব সাব্যস্তে দখলকার ঘোষনার সুযোগ নেই বলে আমি মনে করি। বাটোয়ারা ব্যাতিত বাদীগণ কে কোন প্রতিকার প্রদানের সুযোগ নেই অত্র মামলায়। সার্বিক বিবেচনায় তফসিলোক্ত সম্পূর্ন দাবিকৃত সম্পত্তিতে বাদীগনের স্বত্ব ও নিরুঙ্কুশ দখল নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এমতাবস্থায় বিচার্য বিষয় নং-৫ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ

" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সম্পূর্ন ব্যর্থ হয়েছে। যেহেতু বিচার্য বিষয় নং-৫ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থিত প্রতিকার হকদার নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। বাদীর মোকদ্দমা খারিজযোগ্য হয়।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

স্বত্ব সাব্যস্থে দখল স্থিরতর ও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১/২/৩/১৯(ক)/২০(ক)/২১(ক)/২২(ক)/১৯(খ)/২০(গ) নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে খারিজ করা হলো।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।